কাঠামোর সম্রাট

জগন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

বিরক্ত হয়ে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখল গৌতম সেন। পতি দেবতার মুখে একরাশ বিরক্তি দেখে কিছু একটা বলতে গিয়েও বনানী থেমে গেল। পনেরো বছরের অভিজ্ঞতা তাকে শিখিয়েছে যে উনি যখন রেগে মেগে থাকবেন, তখন তাঁর পাশে না ঘেঁষাই হল বুদ্ধিমানের কাজ। চায়ের কাপটা নামিয়ে দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। পিছনে ফিরতে ফিরতেই সে শুনতে পেল মোবাইলটা বেজেই চলেছে। গৌতম তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল নম্বরটা। সুইচ না টেপায় মোবাইল কলটা এক সময় আপনিই বন্ধ হয়ে গেল।

কোনও কিছু না বলে নিজের ফাইলগুলো গোছাতে লাগল গৌতম। সাড়ে দশটার মধ্যে তাকে অফিসে পৌঁছাতে হবেই। ঠিক ওই সময়েই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অনাথবন্ধু দাস পৌঁছে যান। প্রায় একই সময়ে ঢোকেন মহকুমা শাসক অনিল হাজরা।

মালদার এই জেলা সদর কার্যালয়ে গৌতম আজ বছর দুয়েক হল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছে। এর আগে সে তিন তিনটে জায়গাতে সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিক ছিল। চাঁচোল, ঝাড়গ্রাম আর বারাসতে। সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিক মানেই হল সর্বক্ষণ দুশ্চিন্তাতে ব্যস্ত থাকা। কখন কী হয়! হয়তো হুড়মুড় করে কোনও রাজনৈতিক দল ব্যানার হাতে নিয়ে ঢুকে যাবে। স্লোগানে স্লোগানে ভরিয়ে তুলবে। তারপর শুরু হয়ে যাবে যথেচ্ছ গালাগাল। এমন কয়েক ডজন ডেপুটেশন, গণ অনশনের ধাক্কা তাকে পোয়াতে হয়েছে। চেয়ারে বসে শুনতে হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের দালাল দূর হটো, দূর হটো, সরকারি আমলাদের কালো হাত ভেঙ্গে দাও, গুঁড়িয়ে দাও, এই রকম আরো কত কী !

প্রথম প্রথম গায়ের রক্ত গরম হয়ে যেত। মনে মনে বলত গৌতম, বিডিও'র চাকরি শালা মানুষে করে! কোনও রাজনৈতিক দলগুলোকেই খুশি করা যায় না। ওরা নিয়ে আসে হাজার রকম বাই। 'স্যার, নয়াগ্রাম অঞ্চলের জব অ্যাসিস্ট্যান্ট পোস্টটা কিন্তু এবার আমার মেজো শালাকেই দিতে হবে। গতবার কত করে বলেছিলাম হরিহর অঞ্চলটার জন্য। তখন তো আমার কথাটাতে আপনি কানই দিলেন না। আরে, ঠিক আছে, আমার প্রার্থীর হয়নি'তো কী হয়েছে! কিন্তু আপনি কি'না নিতাই দার মেজো জামাই-টাকেই শেষ পর্যন্ত বেছে নিলেন। নিতাই'দা এ' অঞ্চলে একটা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। আমাদের পার্টি করে বলে শত্রুকে স্যার শত্রু বলব না, এত বড়ো আহাম্মক আমি নই।

মনোজবাবুর কথাগুলো মনে এলেই আজও হাসি পায়। তখন কিন্তু এসব কথাগুলো

শুনলে গৌতমের গায়ে জ্বালা ধরে যেত। ইচ্ছে হত বলে দেয়, বেরোন। এক্ষুনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান। বেশ কয়েকবারই গৌতম জনসংগ্রাম দলের লোকজনকে ঘর থেকে কুকুর তাড়া করে বের করে দিয়েছে। জনসংগ্রাম হল বিরোধী দল। ওদের যত সহজে ঘর থেকে বের করে দেওয়া যায়, গরিব পার্টির লোক জনকে তা করা যায় না। হাজার হোক গরিব দল এখন সরকারে রয়েছে। মানে চাকরিটা তো ওদেরই !

মনোজের কথাগুলো মুখ বুজে শুনে যেতেই হত, কারণ মনোজ ওই গরিব দলের একজন ছোটোখাটো নেতা এবং সভাপতি বাসুদেব ঘোষের আবার খুব কাছের লোক। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিই হল বিডিও'দের আসল অন্নদাতা। যতদিন তিনি চাইবেন, বিডিও'দের টিকে থাকা চলবে। তিনি না চাইলে তিন দিনের মধ্যে ব্লক ছেড়ে চলে যেতে হবে।

আজকে ভাত খেতে বসে তেমন ভাবে খাওয়া হল না। খাবারের স্বাদ কেমন যেন জোলো। গৌতমের অন্যমনস্কতা'টা বনানীর নজর এড়োয় নি। টেবিলের উলটো দিকের চেয়ারটা টানতে টানতে বলল, রাত দিন অফিসের কাজ, আর কাজ! কী যে ছাই পাস এত চিন্তা করো, বুঝি না। চল না দিন পাঁচেকের ছুটি নিয়ে দার্জিলিং বেড়িয়ে আসি। খোকনকে' তো এক মিনিট সময় দিতে পারো না। ছেলেটা পরে অন্যরকম কিছু না হয়ে যায়!

বনানী গৌতমের মনের দুর্বল জায়গাটার হদিশ বেশ ভালো ভাবেই জানে। বউ এর কথাকে তেমন গুরুত্ব না দিলেও গৌতম যে ছেলে দীপু'র কথাটাকে প্রাধান্য দেবেই, এটা সম্বন্ধে সে একশো ভাগ নিশ্চিত।

খেতে খেতেই গৌতম বলল, হুঁ। তুমি তো কোনওদিন সরকারি চাকরি করো নি। তাই মার্চ মাসে অফিসের কী অবস্থা হয়, জানো না। ডিএম সাহেবকে কোনও মতেই ছুটির কথা এ' মাসে বলা যাবে না। তাছাড়া দীপু'র তো বার্ষিক পরীক্ষাও আছে। বনানী চুপ করে যায়। না ভেবে চিন্তে একটা কথা ছুঁড়ে দিয়ে সে যে বুদ্ধিমানের পরিচয় দেয় নি, সেটা বুঝতে পারে।

হন্তদন্ত হয়ে গৌতম অফিসে ঢোকে। মফস্বল শহর বলে কাছাকাছি একটা সরকারি আবাসন আছে। পাঁচ জন অফিসার পিছু একটা করে আছে স্টাফ কার। ঠিক এই সময়ে সে নিজেকে ভীষণ ভীষণ ধন্যবাদ দিতে থাকে। হোম পারসোনালের সেই অফিসার যখন বলেছিলেন, গৌতম, অনেক দিন তো হল মফস্বলে, এবার কলকাতায় ডেরা গাড়। আরে মান, সম্মান প্রতিপত্তি। ছেলের উচ্চশিক্ষা! বুঝলে কলকাতার কোনও বিকল্প নেই। গৌতম মৃদু আপত্তি করে বলেছিল, আর মাত্র কয়েকটা বছর জেলাগুলোতেই কাটিয়েনি। তারপর কলকাতাতে আসা'তো আছেই।

ব্যাগটা রাখতেই বয়স্ক পিওন শ্যামসুন্দর নমস্কার করে জানাল, স্যার কয়েকবারই ফোন'টা বেজেছিল। তারপর বুলু নিজেই ডাকতে এসেছিল। ডি এম সাহেব আপনাকে

জরুরি তলব করেছেন। খুব নাকি রেগে আছেন। দেখবেন স্যার, রাগের মাথায় যেন কিছু বলে বসবেন না যেন।

ঠিক আছে, ঠিক আছে বলে এ্যাটাচি'টা টেবিলের উপর রেখেই গৌতম এসে দাঁড়াল লিফটের কাছে। লোক বোঝাই করে এক্ষুনি লিফ'টা উঠে গেল। যাবে সেই পাঁচতলাতে। অপেক্ষা না করেই গৌতম সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। দুটো তলা বেশি উঠতে কি আর এমন কষ্ট হবে।

সামনেই মহকুমা শাসকের অফিস। তাঁর অফিসটা পেরিয়েই জেলাশাসকের অফিস। রিসেপসনিষ্ট অমিয় পড়ুইকে ভিতরে যাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞেস করতেই তিনি ডান হাতটা তুলে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক্ষুনি যান। সাহেব তো আপনার জন্যেই অপেক্ষা করে আছেন।

এবার সত্যি সত্যিই বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল গৌতমের। অফিসের সবাই যেন ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। কী এমন ব্যাপার হতে পারে! সবাই যেন কিছু একটা তার কাছ থেকে লুকোচ্ছে। একটা দুশ্চিন্তার আশঙ্কা এবার তাকে পেয়ে বসল।

জেলাশাসকের সামনের সিটগুলোতে কয়েক জন বসে রয়েছেন। রয়েছেন জেলার শিক্ষক নেতা ভূদেব বসাক, রামনগর ব্লকের পঞ্চায়েত সভাপতি শশধর মিদ্যা। এ ছাড়াও রয়েছেন অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমা শাসক। রয়েছেন ভূদেববাবুর কয়েকজন দলীয় সদস্য।

গৌতমকে দেখেই ঝাঁঝিয়ে উঠলেন জেলাশাসক অনাথবন্ধু দাস। আপনার রায়ে এনার বাড়ি করা বন্ধ হয়ে গেছে। আপনি কি ভূদেববাবুকে চিনতেন না ! জেলাতে তাঁর প্রতিপত্তি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না! আপনার জন্য আমাদের সবাইকে এমন উদ্ভট পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

জেলাশাসক যেহেতু বসতে বলেননি তাই গৌতমের আর বসা হল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে ঘটনাটা ভাবতে থাকে। পরশুদিন যখন সে একজিকিউটিভ ম্যাজিসট্রেট হিসেবে এজলাসে উঠেছিল তখন সেই ভূদেববাবুর বাড়ি তৈরি করার ব্যাপারে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। ভূদেববাবু কোনও এক আত্মীয়ের বাড়ি তৈরি করবার সময়ে কোনও সীমানা না ছেড়েই ভিত গেঁথে দিয়েছিলেন বলে তাঁরই প্রতিবেশী হলধর নায়েক নালিশ করেছিল। আদালতে বাড়ির দলিল, ম্যাপ ইত্যাদি দেখিয়েছিল। সেই হিসেবেই গৌতম দু সপ্তাহের স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। রায় দেবার সময় পেশকার মোহিনীবাবু মনে পড়িয়েও দিয়েছিলেন স্যার, এ কেসটা আবার ভূদেববাবুর এক আত্মীয়ের।

গৌতমকে চুপ করে থাকতে দেখে ভূদেববাবু যেন একটু জোর পেয়ে উঠলেন, 'আমাদের কাছে খবর আছে যে চাঁচোলে থাকবার সময় আপনি অনেক অনেক পার্টি বিরোধী কাজ করেছিলেন'।

গৌতম এবার আমতা আমতা করতে লাগল, স্যার, উনি রিভিউ পিটিশন করুন, আমি বা অন্য যে কেউ বসুন, আমরা ইনজাংশন তুলে নেব।

এবার অনাথবন্ধু সাহেব আরো একটু খেঁকিয়ে উঠলেন,অন্য কেউ কেন? আপনি নিজেই কালকে এটা খারিজ করে দেবেন। মহকুমা শাসকের দিকে তাকিয়ে জেলাশাসক নির্দেশের সুরে বললেন, মি. হাজারি, কাল আপনি এনাকেই ডেপুট করবেন।

তারপর ভূদেববাবুর দিকে তাকিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না। আমি খুবই দুঃখিত, তাছাড়া আপনি যেমন নির্মাণ কাজ চালাচ্ছিলেন চালিয়ে যান। স্থানীয় থানাতো আপনাকে সাহায্য করবেই।

গৌতমের একেবারে ল্যাজে গোবরে অবস্থা। কোনও কথাই সে বলতে পারল না। অনাথবন্ধু তাঁর বন্ধু নন, 'বস'। 'বস' বসতে না বললে বসা যায় না।

ভূদেববাবু কাজ হাসিল হয়েছে দেখে বললেন, তাহলে স্যার আসি। আপনাদের মতো মহত গুণের অধিকারীরা আমাদের প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তি হয়েছেন দেখে খুব ভালো লাগছে। আপনার আরো উন্নতি হোক।

নগ্ন প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত অনাথবন্ধু স্মিত হেসে ধন্যবাদ জানালেন। মহকুমাশাসক গৌতমের অবস্থা দেখে বলে উঠলেন, ঠিক আছে মি. সেন, আপনি এখন যান। স্যার যেমনটি বললেন ঠিক তেমনটি করে দেবেন।

'আমি স্যার ভীষণ ভীষণ দুঃখিত', বলে গৌতম বেরিয়ে এল জেলাশাসকের অফিস রুম থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়েই থমকে দাঁড়াতে হল তাকে। হুড়মুড় করে বানের জলের মতো লোক ঢুকতে লাগল অফিসে। তাদের হাতে হাতে ব্যানার। মুখে শ্লোগান। 'ধাপ্পাবাজ জেলা প্রশাসক জবাব দাও, জবাব দাও। সতীবনের জমিহারাদের পথের ভিখিরি করলো কে!' সমবেত জবাব, 'এই সরকার আবার কে?'

গৌতম সিঁড়ির এক পাশে সরে দাঁড়াল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গেল শ'খানেক পুলিশ। বেধড়ক লাঠি চার্জ করতে লাগল ধেয়ে আসা লোকগুলোর উপরে। নিচেতে দু' দুজন ডি এস পি, সার্ভিস রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে। মুহূর্তেই ছত্রভঙ্গ হয়ে বিক্ষোভকারীরা পালাতে লাগল। লাঠির আঘাতে দু'জন মহিলার মাথা ফেটে রক্ত ঝরছিল। তাদের করুণ কান্নাটা দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকদের সহানুভূতির উদ্রেক করতে পারে ভেবে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে পুলিশ ওদের তুলে দিল প্রিজন ভ্যানে। কোনও মহিলা পুলিশ সঙ্গে আসেনি। হয়তো ওনাদের সাজগোছ করে আসতে একটু দেরি লাগতে পারে ভেবেই, ওদের আনবার জন্যে সময় ব্যয় করা যায় নি।

ভিড়টা একটু ফাঁকা হতেই গৌতম গিয়ে নিজের জায়গায় বসলো। শ্যামসুন্দরকে এককাপ চা দিতে বলেই বাড়ি থেকে বয়ে আনা একটা ফাইল খুলে ফেলল গৌতম। ঠিক এমনি সময়ে ফোন বেজে উঠলো। ওপার থেকে কিছু শুনতে না পেলেও এপার থেকে গৌতমের রুক্ষ মেজাজটা বেরিয়ে এল, বললাম তো মশাই। আমি কিছুই দেখি নি। না, না আমি মোটেই ওখানে ছিলাম না। এ্যাবসলিউটলি রং।

বাঁ হাতে রিসিভারটা ধরেই ডানহাত দিয়ে বসতে ইসারা করল গৌতম দু'জন

আগন্তুককে। ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখবার পরে ওরা দু'জন দুটো ভিজিটিং কার্ড দিল গৌতমকে। একবার ওই দুটোর উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে খানিকটা খেঁকিয়ে উঠল, গৌতম, 'মাফ করবেন, সাংবাদিকদের সাক্ষাৎ দান করা আমার কাজ নয়। তার জন্যে ডি এম আছেন, সভাধিপতি আছেন। প্লীজ, আসুন। আমার অনেক কাজ আছে'।

নাছোড়বান্দা সাংবাদিক দু'জন চেয়ার ছেড়ে উঠবার কোনও লক্ষণই দেখালেন না। একজন তো বলেই বসলেন, আপনি ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। পুলিশ বিনা প্ররোচনায় সেদিন লাঠি চালিয়েছে নিরস্ত্র জনগণের উপরে।

গৌতম এবার বেশ দাপটের সুরে বলল, 'আপনি কিছুতেই আমার মুখ দিয়ে একটাও সরকার বিরোধী বক্তব্য বের করাতে পারবেন না। সবার আগে আমি একজন সরকারি কর্মচারী ।

খানিকক্ষণ আগে জেলাশাসকের চেম্বারে গৌতম একেবারে জড় ভরতের মতো রক্তশূন্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন সে যেন তার হারানো পৌরুষ খুঁজে পেয়েছে। খুঁজে পেয়েছে দেহেমনে জোর। হয়তো তার নিজের চেয়ারটারই এমন কোনও প্রসাদ গুণ রয়েছে !

অনুকুল হালদার মালদা'র একটি স্থানীয় সংবাদ পত্রের সাংবাদিক। বয়স বড়ো জোর ত্রিশ। অন্যজন গোপাল মুখার্জি, বয়স ষাট। কলকাতা থেকে এসেছেন । 'ভোরের চয়ন' পত্রিকার সাংবাদিক। জেলা পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। অনুকুল একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, আপনারা তো জানেন, সতীবনে কারখানা গড়বার আগে চাকরি দেবার নাম করে গাঁয়ের লোকেদের কাছ থেকে, জমি নেওয়া হয়েছিল। আমাকে বলতে পারেন দু একজন এমন জমিহারাদের নাম, যারা চাকরি পেয়েছেন?

গৌতম যেন উঁচিয়েই ছিল, এসব কথা আমাকে বলছেন কেন? আমি একজন খুদে কর্মচারী। যান না, উপরে যান বড়ো কর্তার কাছে। আমি আপনাদের কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য নই। তাছাড়া দেখুন, শিল্প তৈরি তো আর আকাশে হয় না! কি বলেন মিস্টার ভোরের চয়ন?

গোপালবাবু খোঁচা খেয়েও শান্ত ভাবে উত্তরটা ঘুরিয়ে দিলেন, এই তো স্যার বলবো না, বলব না করেও অনেক কিছুই বলে দিলেন। আকাশে যেমন শিল্প হয় না, এ'কথাটা যতটা ঠিক, লোহা খেয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না, একথাটাও তেমনি ঠিক। আবার এটাও তো ঠিক, জনগনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে কোনও সরকারি আমলারা'ও চিরটা কাল চাকরি করে যেতে পারেন না।

ফোনটাকে নামিয়ে দিয়ে গৌতম বললে, 'এস ডি ও' ডেকেছেন। আপনারা তা হলে আসুন।

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে খান তিনেক ফাইল বগলে নিয়ে, চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল গৌতম।